ভ্রাম্যাজিক

তৃতীয় খণ্ড

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

সৃষ্টি প্রকাশন

কলকাতা ৯

ভ্রম্যাজিক (তৃতীয় খণ্ড)

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩

প্রকাশক : অমল সাহা

সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯।

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : দেবাশিস দেব

মুদ্রক : মিত্র দীপ প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি.

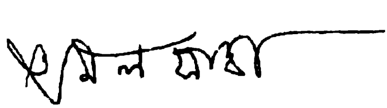
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

'সৃষ্টি'র কথা

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বইয়ের শতক। বিংশ শতাব্দীর গর্ব, তা নাকি ফিল্মের, আর একবিংশ শতাব্দী পূর্বচিহ্নিত হয়ে রয়েছে টেলিভিশনের জন্য। এই বাতাবরণে দাঁড়িয়ে একটা কথা এখন প্রায় স্লোগানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে— বই আর কেউ পড়তে চায় না। ওটা সেকেলে অভ্যেস। বই পড়ুন, বই পড়ান— পোস্টার নিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পদযাত্রা সেই ভাবনাকেই আরও উসকে দেয়।

আমরা কিন্তু এই ভাবনার শরিক নই। আমরা বিশ্বাস করি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তেও ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই। বিদেশে গ্রন্থপাঠের সাম্প্রতিক প্রবণতা আমাদের বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম সৃষ্টি প্রকাশনের— সৃষ্টি পরিবারের প্রথম সন্তান। জন্মলগ্নেই যে শুনেছে প্রকাশকের কান্না, চোখ খুলেই যে অনুভব করেছে লেখকের হাহাকার। জ্ঞান হওয়ার আগেই যার মনে হয়েছে বাংলা প্রকাশন আজ মুমূর্ষু শিল্পের অন্তর্গত।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসেবীরা যে বিশ্ববন্দিত সে কথা আজ আর অজানা নয়। সেই সুমহান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই সৃষ্টি প্রকাশন তাদের কাজ শুরু করেছে। আমাদের ব্রত বাংলা প্রকাশনা জগতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। আমরা বিশ্বাস করি, যে জমি একদা সুফলা ছিল তা কখনও বন্ধ্যা হতে পারে না। দরকার যুগোপযোগী সার দিয়ে তাকে উর্বর করে তোলা, যাতে নবীন-প্রবীণ লেখকেরা শুধু তাঁদের সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে লেখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা মনে করি, বাংলা বইয়ের পাঠক ছিল, আছে, থাকবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি যাতে বাংলা প্রকাশনা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।



বন্ধুবর শ্রীঅমিতাভ বচ্চন
যিনি 'জাদুগর' এবং 'তুফান' সিনেমায়
আমার জীবনের অনেক মজার মজার অংশ
তুলে ধরে দেখিয়ে আমাকেও বেশ চমকে দিয়েছেন।
শুধু তা-ই নয়, জাদুদণ্ডে 'নিব' লাগিয়ে আমায়
লিখতে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁর প্রতি সম্মানার্থে:

সূচিপত্র

কাচ্চু-বিবি-টুইং বিটা ইনটু রাহা স্কোয়ার

চরিত্র

কাচ্চু: আমাদের গল্পের নায়ক। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। বিজ্ঞানের ছাত্র।

বিবি: কাচ্চুর বোন। ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। দাদার বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সবরকম এক্সপেরিমেন্ট সাধারণত তার ওপরই হয়ে থাকে। ঝগড়া বাধলে কেঁদে জেতে।

ঠাকুমা: কাচ্চু-বিবির নিজের ঠাকুমা নন। বিধবা মানুষ। এই বাড়িতেই বেশ কয়েক বছর ধরে আছেন। নিঃসন্তান। কাচ্চু-বিবিকে খুব ভালবাসেন। পুজোআচ্চা তাঁর লেগেই আছে।

কেষ্টাদা: বাড়ির 'অতি পুরাতন ভৃত্য'। দুপুরে ঘুমোয় এবং খেতে ভালবাসে।

[কাচ্চুর শোওয়ার ঘর-কাম-পড়ার ঘর। দুটো সিঙ্গল খাট। একটাতে বিবি ঘুমোচ্ছে। অন্য বিছানা টানটান। ঘরের আলো নেভানো, তবে পড়ার টেবিলের ওপর রাখা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। কাচ্চু চেয়ারে বসে সেই আলোতে বই পড়ছে. কী যেন মুখস্থ করছে। মাথার ওপরে দেওয়ালে একটা বড় পেন্ডুলাম ঘড়ি। সকলকে চমকে দিয়ে ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। কাচ্চু একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করে হাতের বইটা রেখে অন্য বইটা তুলে নিল। এই সময় ঘরে ঢুকলেন ঠাকুমা।]

ঠাকুমা: ও মা গো! মরে যাই। কাচ্চু বাবা, তুমি এখনও ঘুমোওনি। যাও, যাও, শুয়ে পড়ো। আর রাত জেগো না।


ঠাকুমা, তুমি বুঝছ না....
সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা !!

[ঠাকুমা কাচ্চুর হাত থেকে বইটা টানাটানি করেন। কাচ্চু ছাড়ছে না]

কাচ্চু: কী করছ ঠাকুমা... দিলে তো কনসেনট্রেশনটা ভাঙিয়ে. কী যে করো! বেশ ডুবে ছিলাম লাইফ.সায়েন্সে... ঘ্যাচাং করে ফিজিক্যাল এডুকেশন চাপিয়ে দিলে।

ঠাকুমা: তা আমায় বেরসিকই বলো আর রসিকই বলো, বয়স তো কম হয়নি। কী-কী করলে ঘুম আসে তা আমার জানা আছে। যাও, চুপ করে শুয়ে ভগবানের নাম করো... দেখবে ঠিক ঘুম এসে গেছে। (বিবির দিকে তাকিয়ে) ওই দ্যাখো. লক্ষ্মী মেয়ে ঠিক ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাচ্চু: ওর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পাঁচ বছর বাকি আছে... ও ঘুমোবে না তো কে ঘুমোবে? (ঠাকুমা বিবির কাছে গিয়ে ওর গায়ে চাদর চাপা দিয়ে দেন। কাচ্চু চেয়ার ছেড়ে ওঠে এবং আড়মোড়া ভেঙে— খাটে এসে বসে। একটু পরে শুয়ে পড়ে। ঠাকুমা টেবিল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে চলে যান। আলো-আঁধাবি ঘর। নীল আলোয় আবছা-আবছা সবকিছু দেখা যাচ্ছে। কাচ্চু উঠে বসল।) ধুত্তোর নিকুচি করেছে। ঘুম আসছে না।...

[এমন সময় উইংস-এর পাশ থেকে খুব জোরে হাওয়া আসতে লাগল। বেশ জোরে। তাতে কাচ্চুর পড়ার টেবিলের কাগজপত্র উড়তে শুরু করল। বইয়ের পাতাও হাওয়ায় উলটে যেতে লাগল]

ঠাকুমা: ডুবে ছিলে? ডুবে ছিলে কই বাবা! তুমি তো লেখাপড়ার সাগরে ভাসছ...। ছ্যাঃ, এই নাকি পড়াশুনো! দিন নেই, রাত নেই, বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকো, হ্যাঁ. বিদ্যাসাগর বানাবে। ওঠো, ওঠো, আর পড়তে হবে না।

কাচ্চু: ঠাকুমা, তুমি বুঝছ না... সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা... স্কুলে এখনও কোর্স কমপ্লিট করতে পারেনি, আমাদেরকেই বাড়িতে বসে করতে হবে।

ঠাকুমা: তাই বলে রাত জেগে পড়া। এত রাত জেগে! আমরা কি রাত জেগে পড়িনি। বাপ-ঠাকুর্দাকে রাত জেগে দুলে-দুলে রামায়ণ পড়তে দেখেছি... অ্যাত্ত অ্যাত্ত পড়া.. কিন্তু তাই বলে তোমাদের মতো এমন জন্মের পড়া নয়। যাও, ওঠো . । (ঠাকুমা বই কেড়ে নেন)

কাচ্চু: উঃ ঠাকুমা। তুমি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। জুরাসিক আমলেই রয়ে গেছ। আমাদেব টেনশন

চলছে, ঘুম আসছে না। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ একটু পড়ে নিই।

কাচ্চু: এই রে, ঝড় এসেছে...

[হঠাৎ হাওয়ার গতি কেমন পালটে গেল। আগের দিকের হাওয়া বন্ধ হয়ে, ঠিক দিকের উইংস থেকে জোরে হাওয়া আসতে লাগল। ওপাশ থেকে কাগজপত্র উড়ে সব এপাশে আসছে। কাচ্চু ওদিকে যেতে চাইল... জানলা বা ওই জাতীয় কিছু একটা বন্ধ করতে— কিন্তু হাওয়া ঠেলে সে এগোতে পারছে না। প্রচণ্ড হাওয়ার তোড়। কাচ্চু খুব চেষ্টা চালাচ্ছে। হঠাৎ আচমকাই হাওয়া স্তব্ধ হয়ে গেল। বেশ হকচকিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল কাচ্চু। এমন সময় বিবির বিছানার ওপাশে কী যেন একটা বিশাল বস্তু মাটি ফুঁড়ে উঠতে লাগল। ঘর আলোয় ভরে গেল। পিং কিং-পিং কিং আওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু বস্তুটা কী তা দেখা যাচ্ছে না, কারণ ওটা একটা বড় চাদর দিয়ে চাপা। জিনিসটা প্রায় দেড় মানুষের মতো উঁচু হয়ে গজিয়ে উঠল। সটান উঁচু হয়েই সেটা প্রথমে স্থির হয়ে রইল। আর তারপর তার ভেতরে একটা লাল আলো দেখা গেল। আওয়াজে এবং আলোতে বিবির ঘুম ভেঙে গেছে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেই কাপড় চাপা বস্তুটাকে দেখে এবং তারপর বিছানা থেকে ছিটকে নেমে কাচ্চুর কাছে চলে আসে]

বিবি: ওটা কী রে দাদা?

কাচ্চু: কী জানি না, ঠিক বুঝছি না। তবে ঘাবড়াস না, আমি সজাগ আছি।

বিবি: ভূত নাকি! আমার ভয় করছে।

কাচ্চু: বলছি চুপ কর, আমাকে কনসেনট্রেট করতে দে।

[বিবি চুপ করে দাদার পেছন থেকেই দেখে, ওদিকে লাল আলোর ওখানে চাদরের তলায় কে যেন নড়াচড়া করছে, একটু পরে চাদর ঠেলে একজন মানুষ অদ্ভুত পোশাক পরে বেরিয়ে আসে। গায়ে তার মহাকাশচারীর মতো পোশাক। কোমরেব বেল্টে নানারকম সুইচ। ঘাড়ে একটা ছোট্ট এরিয়াল। মাথায় হেডফোন লাগানো। বাঁ হাতে একটা টর্চ জাতীয় বস্তু]

কাচ্চু: (বেশ উত্তেজিত হয়ে) কে, কে তুমি, ওখানে কী করছ? (বিবি সুইচ টিপে আলো জ্বালে)

আগন্তুক: (সেও সচকিত হয়ে) কে, কে তুমি, এখানে কী করছ?

কাচ্চু: ঠাট্টা করছ? ... আমার ঘরে ঢুকে আমাকে ধমকাচ্ছ? কে তুমি?

আগন্তুক: কী বললে? মারছি? আমি মারছি? এত বড় অপমান? কে তুমি... পেছনে দেখছি একটা মিনিয়েচার ফেমিনিন স্পিসিসও রয়েছে। কী করছ তোমরা এখানে?

কাচ্চু: বেশি ফাজলামি কোরো না। আমাদের ঘরে ঢুকে উনি আমাদেরই ধমকাচ্ছেন। মামার বাড়ি পেয়েছে। দাঁড়াও, তোমার মজা দেখাচ্ছি। (চেঁচিয়ে কেষ্টাদাকে ডাকে) ... কেষ্টাদা, কেষ্টাদা, তাড়াতাড়ি এসো তো, ঘরে চোর ঢুকেছে।

আগন্তুক: সাউন্ড পলিউশন, ...ব্লাড প্রেশার বিপদসীমার কাছাকাছি ... বলছে এটা মামার বাড়ি! বুনো ব্যাপার ... পুরনো আমলের সিনেমা ... সবকিছু ব্যাকওয়ার্ড ... সূর্যটাও নেই।

[ঠাকুমার প্রবেশ হন্তদন্ত হয়ে, হাতে একটা খুন্তি]

ঠাকুমা: কী হয়েছে বাবা, কী হয়েছে? কে, কোথায় চোর, মেরে পিটিয়ে ফিশ-ফ্রাই বানিয়ে দেব। (খুন্তি উঁচিয়ে আগন্তুকের দিকে তেড়ে যান। আগন্তুক চমকে ওঠে। হাতের টর্চের মতো বস্তুটাকে জ্বালায়। সেই টর্চের আলো ঠাকুমার গায়ে গিয়ে পড়ে। ঠাকুমা 'স্ট্যাচু' হয়ে যান। কথাও হয়ে যায় বন্ধ)

কাচ্চু: কী, এ কী হল ঠাকুমার! (ঠাকুমার কাছে গিয়ে) তুমি হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেলে কী করে? ওমা, তোমার গা কী গরম! (ঠাকুমাকে স্পর্শ করে সে হাত ছিটকে সরিয়ে নেয়, অসহায়, খুন্তি উঁচু ভঙ্গিতে ঠাকুমা একেবারে 'নট নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু' হয়ে আছেন। আগন্তুক তার টর্চ কাচ্চুর দিকে তাক করে সন্তর্পণে এগিয়ে আসে। কাচ্চু চিন্তিত, ভীত)

আগন্তুক: সদলবলে তোমরা বিরাট গ্যাং নিয়ে এসেছ? (ঠাকুমার খুন্তির দিকে তাকিয়ে) সঙ্গে আবার প্রি-হিস্টোরিক অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে। পোশাকও পরেছ আজব। কোন জঙ্গল থেকে এসেছ বাবা? না কি মিউজিয়াম থেকে ছাড়া পেয়েছ?

বিবি: এঃ, কথাবার্তা ভীষণ খারাপ। নিজে চোর গুণ্ডা ... আমাদের জানোয়ার বলছে।

আগন্তুক: (বিবির দিকে তাকিয়ে) ভয়েসের কোয়ালিটিও প্রি-হিস্টোরিক— বেশি শ্বাস দিয়ে কথা বলছে! এনার্জির অপচয়!


কী বললে ? মারছি ?
আমি মারছি ?
এত বড় অপমান ??

কাচ্চু: বাজে কথা বোলো না। বলো তুমি কে? আমাদের বাড়িতে কী করছ!

আগন্তুক: তুমি চুপ করো। তুমি বলো এখানে আমাদের বাড়িতে এসে কী করছ!

কাচ্চু: তোমার বাড়ি?

আগন্তুক: হ্যাঁ, আমার বাড়ি!

কাচ্চু: মোটেই না, এটা আমাদের বাড়ি। আমার ঠাকুর্দার কেনা জমিতে আমার বাবার তৈরি-করা বাড়ি। আমরা তিনপুরুষ এই ভিটেতে আছি।

আগন্তুক: এঃ, তিন পুরুষ দেখাচ্ছেন। কচি খোকার ফ্যামিলি! আমরা সাতশো পুরুষ ধরে এই বাড়িতে আছি। এটা আমাদের অফিশিয়াল ফ্যামিলির আস্তানা। এই ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার—সব আমরা কয়েক পুরুষ ধরে কিনেছি। ধারে কিনেছিলাম, দু'পুরুষ ধরে আইডিয়া এবং ব্রেন সেল কন্ট্রিবিউট করে প্রায় শোধ করে এনেছি। (চারদিকে তাকিয়ে) আরে সেসব কোথায় গেল, (হতচকিত হয়ে এদিক ওদিক খুঁজে দেখে) আমার কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, রোবো সব গেল কোথায়! আমার ল্যাবরেটরির এ কী হল? (খাট দেখে) এ কী? ইন্টারপ্ল্যানেটরি কমিউনিকেশন মেশিনের জায়গায় পড়ে আছে। একটা বিতিকিচ্ছিরি বিছানা, তাতে কিলবিল করছে ব্যাকটেরিয়া! বুনোদের কারবার, আক্রমণ করেই তছনছ করেছে।

কাচ্চু: কী হিজিবিজি বকছে রে বাবা! এটা ল্যাবরেটরি, কে বলেছে? এটা তো আমাদের বেডরুম। বেডরুমে খাট থাকবে, না কি খাটাল থাকবে? বুদ্ধু, পণ্ডিতি রাখো। বড়-বড় কথা বলে রেহাই পেতে চাইছো। সত্যি করে বলো কে তুমি?

আগন্তুক: বেডরুম! সে কী! শহরের মধ্যে বাড়ি, তাতে আবার বেডরুম! হাঃ হাঃ, কী প্রিমিটিভ আইডিয়া! দশ পুরুষ আগে এমন ছিল বলে শুনেছি, কিন্তু আজকের এই অ্যাডভান্সড কনডেন্সড লাইফ ফোর্সের সার্কুলার বিমের যুগের নয়।

কাচ্চু: সার্কুলার বিম! কনডেন্সড লাইফ! কী সব উলটোপালটা বকছ। চোর এসেছে চুরি করতে, না কি ভুলভাল লেকচার শোনাচ্ছেন। আরে বাবা, এটা কম্পিউটারের যুগ। অ্যাটম মেগাটম বোমের যুগ ছাড়িয়ে মাইক্রোচিপস এর যুগ। মহাকাশে মানুষ পাঠাবার যুগ। মানুষ এখন সভ্যতার চূড়ান্ত যুগে এসে গেছে।

আগন্তুক: মাইক্রোচিপ্‌স! সে কী! (এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায়, অবাক হয়!) আরে! এ-মা, তাই তো! ভুল হয়ে গেছে। বিরাট ভুল। সরি, সরি, রুটিন চেক করে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে, উলটো পয়েন্টে পাঞ্চ করা হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত, লজ্জিত, ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না। সরি, সরি।

বিবি: সরি, সরি বলছ কেন? চুরি করতে এসে ধরা পড়ে এখন সরি বললেও হবে না। ঠাকুমাকে কী করেছ? ঠিক করে দাও।

আগন্তুক: চোর! না, না, ছি ছি। আমি চোর নই, আমি বাড়িরই লোক, আপনাদের আপনজন। আমাকে চিনতে পারবেন না, আমি আপনাদের আত্মীয়। ছি, ছি, ছি, এ কী করলাম! এমন ইতিহাস আমায় অ্যাডজাস্ট করবে কী করে? (মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে আগন্তুক। বিবি-কাচ্চু দু'জনেই চোখে চোখে ইশারা করে তার দিকে ছুটে যায়। কাচ্চু তার হাত থেকে টর্চটা কেড়ে নেয়, বিবি দৌড়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা স্কেল এনে বীরাঙ্গণার মতো পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন ওর হাতে ওটা একটা ত্রিশূল বা ওই জাতীয় কিছু একটা হবে। আগন্তুকের কিন্তু সেদিকে নজর নেই, সে মাথা চাপড়ে যেন চুল ছিঁড়ছে)

বিবি: দাদা, লোকটা পাগল নয় তো?

কাচ্চু: হতে পারে, তবে চান্স কম। দেখছিস না ঠাকুমা কেমন স্ট্যাচু হয়ে আছে। লোকটার বোধ হয় কিছু গোপন ক্ষমতা আছে। বিদেশি স্পাইও হতে পারে, আমাদের গোপন তথ্য চুরি করতে এসেছে। তা ছাড়া...

বিবি: তা ছাড়া কী?

কাচ্চু: অন্য গ্রহের মানুষও হতে পারে।

আগন্তুক: (আস্তে আস্তে মাথা তুলে) আমি স্পাইও নই অন্য গ্রহের মানুষও নই। আমি এই বাড়িরই ছেলে। বাইরের কেউ নই।

বিবি: আবার হিজিবিজি বকছে রে—

আগন্তুক: হিজিবিজি নয়, গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুমা, হিজিবিজি নয়। আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন। ছোট মুখে অনেক বড়-বড় কথা বলে ফেলেছি, আমার প্রণাম নিন। (বলেই বিবিকে

টিপ করে প্রণাম করল. আঁতকে হাউমাউ করে পিছিয়ে যায় বিবি। আগন্তুক এবার কাচ্চুর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে) আমার প্রণাম নিন গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুর্দা। (কাচ্চুকে প্রণাম করতে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে পিছিয়ে যায় কাচ্চু। হাতের টর্চটা তার দিকে করে বলে)

কাচ্চু: চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না, ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার পা ধরে টানবার ধান্ধা! উঠে দাঁড়াও। ওঠো, নইলে এই টর্চ জ্বেলে তোমাকেও স্ট্যাচু বানিয়ে দেব।

আগন্তুক: ওটা দিয়ে ও কাজ হয় না গ্রেট গ্র্যান্ড ঠাকুর্দা, ওটা দিয়ে নয়। আমি আমার কোমরের এই স্টার্নিং বোতাম টিপে ওর মেটাবলিজম স্তব্ধ করে রেখেছি। আর ওটা (টর্চটা দেখিয়ে) হচ্ছে স্ক্যানার বিমার। ওটা দিয়ে ওর মনের ভায়োলেন্সকে আমি নিউট্রালাইজ করেছি।

বিবি: কীসব বলছে হিজিবিজি!

কাচ্চু: ঠিক আছে, তবে ঠাকুমাকে ঠিক করে দাও।

[আগন্তুক তার কোমরের একটা বোতাম টেপে, অন্য আর-একটা বোতাম ঘোরায়, মাথায় এরিয়ালের ওপরে একটা লাল লাইট জ্বলে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুমা নড়তে শুরু করেন। খুন্তিটাকে নামিয়ে একটা বিশাল হাই তোলেন]

ঠাকুমা: এই মশার জ্বালায় ঘুম হচ্ছে না। (আবার হাই তোলেন) খুন্তি দিয়ে মশা তাড়ানো যায়? ভয়ই পায় না। (হাই তোলেন এবং উইংসের ভেতরে চলে যান)

বিবি: (চেঁচিয়ে) ঠাকুমা তুমি যেয়ো না, যেয়ো না, প্লিজ। (ঠাকুমা ফিরে আসেন, ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকান। তারপর হাই তুলে মেঝেতেই শুয়ে পড়েন)

আগন্তুক: ওঁর জন্য টেনশন করবেন না। ওঁর বিশ্রাম দরকার। রেক্টিফায়েড ব্রেন, ঠিক বেবির মতো, বেশি ঘুম প্রয়োজন। আপনারা ভয় পাবেন না, একটু পরেই সময়মতো জেগে উঠে কাজ করবেন, খেলা করবেন, লড়বেন!

কাচ্চু: তুমি কে হে? একটু ঠিকঠাক বলো তো, হেঁয়ালি কোরো না।

বিবি: (কাচ্চুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে) তোমার বাবার নাম কী? কোন ক্লাসে পড়ো?

কাচ্চু: (ববিকে শান্ত করে) বিবি কেসটা আমাকে হ্যান্ডেল করতে দে। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

আগন্তুক: সিরিয়াস মানে! খুবই সিরিয়াস। আপনাদের কাছে যত না সিরিয়াস, আমার কাছে আরও বেশি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, জনসংখ্যা, ক্রাইম, বহুদিক থেকেই সিরিয়াস।

কাচ্চু: আর জট পাকিয়ো না। যথেষ্ট হয়েছে। এবার বলো তুমি, মানে আপনি কোত্থেকে এসেছেন?

আগন্তুক: (জিভ কেটে) আরে ছ্যা ছ্যা, আমায় 'আপনি' বলবেন না, একদম না। আমি আপনার চেয়ে কত ছোট, টু বি প্রিসাইজ, এক্কেবারে সাত হাজার ছশো পঁয়ষট্টি বছর ছোট।

কাচ্চুবিবি: সাত হাজার ছশো পঁয়ষট্টি!—সে কী?

বিবি: কিছু বুঝছি না!

কাচ্চু: ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন না।

আগন্তুক: 'বলুন' নয়, 'বলো' বলুন আমাকে। আমরা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে শেখার ট্রেনিং নিয়েছি। পুরো কোর্স কমপ্লিট করেছি। এখন সে-শিক্ষা কাজে না লাগালে আমার ব্রেন এবং নলেজ ব্যাঙ্ক কম্পিউটার সঠিকভাবে একতালে কাজ করবে না। সার্কিট কেটে যাবে।

কাচ্চু: আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, ঠিক আছে, বলো, বলো।

আগন্তুক: আমি আপনাদের এই 'রাহা' পরিবারেরই ছেলে। এই স্পিসিজ-এর ডাইরেক্ট বংশধর। এটা আমাদেরই পারিবারিক বাড়ি, আপনারা হচ্ছেন আমার পূর্বপুরুষ, আমি হচ্ছি (বিবির দিকে তাকিয়ে) আপনাদের নাতির নাতির নাতির ... নাতির নাতির নাতির নাতি, আমার নাম ফাইভ এক্স স্ট্রোক বিটা ইনটু রাহা স্কোয়ার। আমার বাবার নাম ফোর এক্স স্ট্রোক আলফা রাহা স্কোয়ার। আমার মায়ের নাম বিটা ডবল প্লাস দত্ত রেকারিং। জেনেটিক্যালি আমার রোল নম্বর হচ্ছে মাক্স ফরটি ফাইভ ড্যাশ টেকনো ফিজিক্স বাই থ্রি টুইস্ট। আমার নাগরিকত্ব নম্বর হচ্ছে গ্যালাক্স স্ট্রোক সান ড্যাশ আর্থ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্ড সাবডিভিশন স্ট্রোক

বেঙ্গ ডি ওয়াই ডি এক্স ক্যাল উইদিন ব্র্যাকেট নাইনটি-থ্রি পয়েন্ট দু' সিক্স মিলিয়ন...।

কাচ্চু: থাক, থাক, আর বলতে হবে না (স্বগতোক্তি) ওরে বাপ রে বাপ, কিছু বকতে পারে লোকটা! পাগল নাকি লোকটা, কে জানে!

আগন্তুক: না, না, আমি পাগল নই! আপনি ভাবছেন আমি পাগল!

কাচ্চু: আমি কী ভাবছি তুমি জানলে কী করে?

আগন্তুক: আপনার ব্রেন-ওয়েভের সঙ্গে আমি আমার ব্রেন-ওয়েভ লেংথ এক করে নিয়েছি। সেজন্য ভাষাটাও এক বলছি। আপনার চিন্তাও শুনতে পাচ্ছি।

কাচ্চু: (মাথা চুলকে) যা ব্বাবা, এ তো মহা গোলমেলে ব্যাপার!

বিবি: দাদা, পুলিশে খবর দে। বাবা-মাও বাড়ি নেই, দাঁড়া কেষ্টাদাকে ডাকি। (চিৎকার করে) কেষ্টাদা...

কাচ্চু: কেষ্টাদা না, কুম্ভকর্ণ বল, তাতে যদি লজ্জায় ঘুম ভাঙে...

আগন্তুক: আপনারা শুধু-শুধু নার্ভাস হচ্ছেন... আমি আপনাদের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। ভুল করে চলে এসেছি। আমি এই বাড়িরই ছেলে— বংশধর। ভবিষ্যতের মানুষ—আমাদের এখন ন'হাজার ছশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দ চলছে। আমি আমার ইতিহাস শিক্ষার মেশিনে বসে ব্রেন সেলে পুরনো কথা রেকর্ড করছিলাম। আমার হাতের কার্ডে 9661 লেখাটা উলটে— 1960 হয়ে যায়। ভুল করে ওই নম্বরটা পাঞ্চ হয়ে যায়। আমি মেশিন সমেত সময়কে অতিক্রম করে 1996-এ চলে আসি। একই স্থান, একই স্পেস—শুধু টাইমটা পালটে আমার সময় থেকে আপনাদের সময়ে এসে গেছি। 9661 থেকে 1961—আমার এটা করার হিস্ট্রিতে গোলমাল হতে পারে। আমি ইতিহাসে নেই—কিন্তু যদি ঢুকে যাই তা হলে সবকিছুকে আবার রি-রাইট করে কারেক্ট করে নিতে হবে— (মাথা থাবড়ে) এ আমি কী করলাম! (কাচ্চু, বিবি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, আগন্তুকের দিকে এগিয়ে যায়।)

কাচ্চু: তুমি আমাদের ফ্যামিলির ভবিষ্যতের বংশধর। তুমি—ফাইভ এক্সস্ট্রোক না কি কী একটা বললে

আগন্তুক: (ফুঁপিয়ে কেঁদে) হ্যাঁ, আমার ভালনাম ফাইভ এক্স স্ট্রোক বিটা ইনটু রাহা স্কোয়ার। আমার ডাকনাম টুইং। আপনারা আমায় 'টুইং' বলেই ডাকবেন।

বিবি: তোমার নাম টুইং?

আগন্তুক: হ্যাঁ, ঠিকই উচ্চারণ করেছেন গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুমা।

কাচ্চু: গল্পটা বেশ ভালই লাগছে মি. টুইং, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। এখনও পর্যন্ত তুমি ভবিষ্যতের মানুষ বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারোনি। শুধু-শুধু বাক্যি দিয়ে কি প্রমাণ হয়? কিছু প্রমাণ দাও, প্রমাণ।

বিবি: হ্যাঁ, তুমি প্রমাণ করে দেখাও যে তুমি টুইং।

আগন্তুক: প্রমাণ! তাই তো! কিন্তু প্রমাণ সার্টিফিকেট নিয়ে তো আমি আসিনি! আমি চলে এসেছি অ্যাক্সিডেন্টালি। কোনও প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি ... প্রস্তুতি নিয়ে এলে কিছু স্যুভেনির নিয়ে আসতাম।

কাচ্চু: আমরা কোনও গিফট্ চাইছি না, প্রমাণ চাইছি..। এমন একটা কিছু দেখাও, যা দেখে বুঝব তোমার কথাগুলো সত্যি।

আগন্তুক: (চিন্তিতভাবে)] কী যে দেখাই .. আচ্ছা (আরও চিন্তা করে তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ও হ্যাঁ, এটা বোধহয় কিছুটা প্রমাণ করবে ... এটা আপনাদের সময়ে নেই।

কাচ্চু: আরে, ঘড়ির সময় না মিললেই কি অন্য সময়ের মানুষ হয়?

আগন্তুক: এটা ঘড়ি নয়। এটা ইতিহাস বইয়ের ট্যাচিমিটার। রেফারেন্স ব্যাঙ্ক কাম ইনফর্মার। তা ছাড়া যখন যে জিনিস নিয়ে আলোচনা হয় ঠিক তখনকার তারিখ, সময়, বছর এবং ওই সংক্রান্ত কিছু তথ্য সব এতে দেখা যায়।

কাচ্চু: তার মানে?

আগন্তুক: মানে, আপনি যে-কোনও একটা ঘটনা বলুন, সেটা কবে, কখন ঘটেছিল, আমি এগজ্যাক্টলি সেটা বলে দেব।

কাচ্চু: আচ্ছা, জিজ্ঞেস করছি .

বিবি: ভারত কবে স্বাধীন হয়েছিল?

কাচ্চু: আরে, না, না, এর উত্তর তো সব্বাই জানে। আমি কঠিন প্রশ্ন করছি। বলো তো আমার বাবার জন্মদিন কবে?

আগন্তুক: (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আপনার বাবার জন্মদিন হচ্ছে পয়লা মার্চ 1956... ভোর বারোটায়। ঊনত্রিশে ফেব্রুয়ারি লিপ ইয়ারে জন্মও বলতে পারতাম। ওঁর জন্মতারিখ নিয়ে কনফিউশন ছিল, আছেও। কমপ্লিকেশন এড়াবার জন্য লিপ ইয়ার বা চার বছর পরপর জন্মদিনের ঝামেলা বাঁচাতে পয়লা মার্চ ভোর বারোটা বলে রেকর্ডেড হয়েছে। কিন্তু আমার ট্যাচিমিটার বলছে—উনি জন্মে যখন প্রথম 'ওঁয়া' বলে কেঁদেছিলেন তখন সময় ছিল রাত বারোটা বাজতে ছ' সেকেন্ড বাকি ... অর্থাৎ আসল জন্মদিন হচ্ছে ঊনত্রিশে ফেব্রুয়ারি।

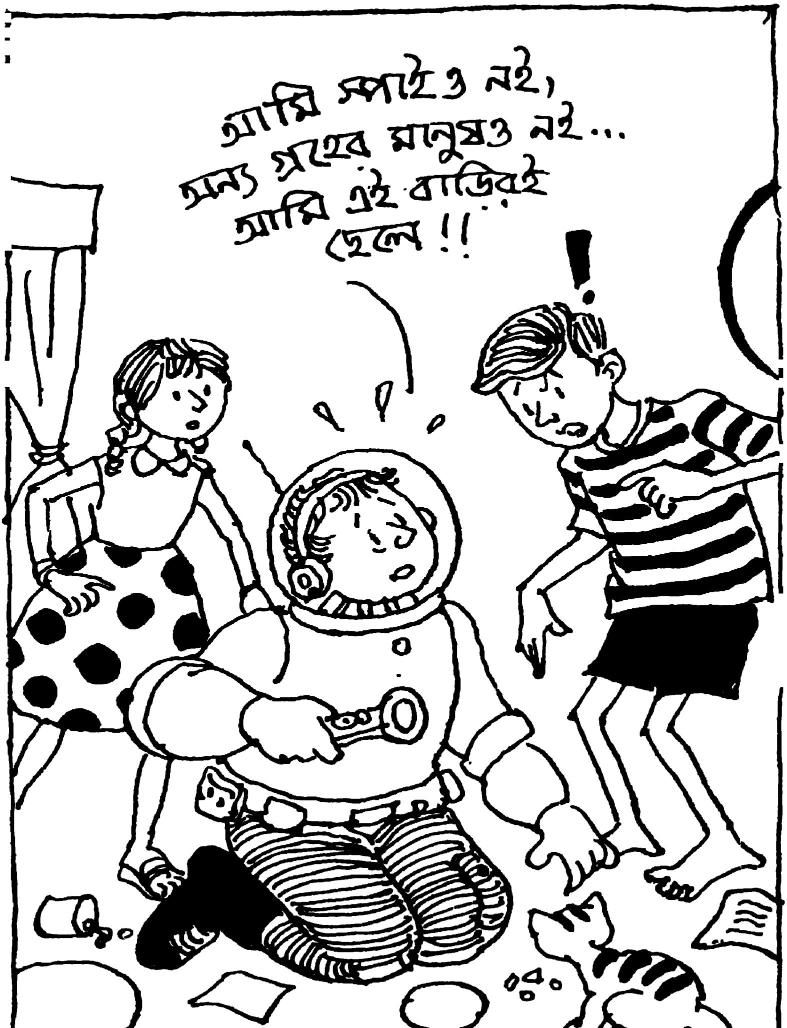
কাচ্চু: ওরে বাপ রে বাপ, এত কে জানতে চেয়েছে ... আর তা ছাড়া এ কথা যে সত্যি তাই-বা জানবে কীভাবে? আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন করছি .. আমার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার ডেট কবে?

আগন্তুক: (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ওরা অ্যানাউন্স করেছে সতেরোই মার্চ হবে। কিন্তু সেটা হবে না। কারণ সেদিন ট্রামলাইন থেকে বে-আইনিভাবে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে পথ অবরোধ হবে। ট্রাম, বাস, ট্রেন কিছু চলতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা অন্যদিন হবে বলেও ঘোষণা করবে, কিন্তু হবে না। পরীক্ষার্থীদের অ্যাভারেজ মার্ক বসিয়ে ফিফটি পার্সেন্ট ছাত্রছাত্রীকে এরিয়া-ওয়াইজ পাস করিয়ে দেওয়া হবে। কেউ প্রতিবাদ করলে তার ওকালতি অনুযায়ী তিন নম্বর গ্রেস দেওয়া হবে।

কাচ্চু: (প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে) ছ্যাঃ ... অ্যাভারেজ মার্ক? মিথ্যে কথা ... এ হতেই পারে না। তুমি আতঙ্ক ছড়াচ্ছ ... গ্যাস দিয়ে নিজের ইমপরট্যান্স বাড়াচ্ছ!

আগন্তুক: ছিঃ, কী যে বলেন। আমি 'গ্যাস' ছড়াব কেন! এই দেখুন না ... ট্যাচিমিটারে এই রেফারেন্সই তো দিচ্ছে। এই দেখুন লেখা আছে, আপনি টেস্টে অঙ্কে 87% নম্বর পেয়েছিলেন। ফাইনালেও 87% পাবেন .. আপনারা প্রতিবাদ করবেন না। সেজন্য অতিরিক্ত তিন নম্বরটা আপনাকে দেওয়া হবে না।

বিবি: দাঁড়া দাদা, আমি এবার একটা প্রশ্ন করছি। বলো তো আমার বাবা-মা কোথায়?


আমি স্পাইও নই,
অন্য গ্রহের মানুষও নই...
আমি এই বাড়িরই
ছেলে !!

আগন্তুক: (ঘড়ি দেখে) আপনাদের বাবা-মা দুর্গাপুরে গেছেন, কাজে।

বিবি: ও মা! ঠিক বলেছে!

কাচ্চু: আমি ঠিক কনভিন্সড হলাম না...। ওয়েল ইনফর্মড চোর-ডাকাতও চালাক হলে এমন সব জবাব দিতে পারে। টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কিছু দেখাও।

আগন্তুক: আপনি ঠিকই বলেছেন ... কিন্তু ... কী যে দেখাই ... ও হ্যাঁ ... আমার কাছে একটা ফুটোগ্রাফ আছে।

কাচ্চু: ফুটোগ্রাফ—সে আবার কী! ফোটোগ্রাফকেই ঘুরিয়ে বলছ না তো?

আগন্তুক: না, না, ফোটোগ্রাফ আর ফুটোগ্রাফ এক নয়। একদম আলাদা জিনিস। চাঁদ আর চাঁদা কি এক জিনিস? নেতা আর ন্যাতা এক? ফোটোগ্রাফ আর ফুটোগ্রাফও এক নয়। দেখাচ্ছি... (বলেই সে জামার ভেতর থেকে একটা ভাঁজ-করা ঠোঙা বের করে। সেটা ফুলিয়ে টানটান করে উলটে দেখায় ভেতরে কিছু নেই। তারপর সেই ঠোঙাটাকে কাচ্চুর পড়ার টেবিলের ওপর রাখে। তারপর বিবির দিকে তাকিয়ে) আপনিই বলুন গ্রেট গ্র্যান্ডঠাম্মা, আপনার কী পেতে ইচ্ছে করছে? যা চাইবেন তার একটা স্যাম্পেল এই ঠোঙায় হাত ঢোকালেই পাবেন। বলুন, কী চাই?

বিবি: ইয়ে, মানে, আমায় একটা ফুল দাও। (আগন্তুক ওই ঠোঙায় হাত ঢোকায়, এবং একতোড়া ফুল বের করে আনে। বিবি অবাক!)

কাচ্চু: আমার ফিজিক্যাল সায়েন্সের একটা বই এক বন্ধু নিয়ে গেছে, সেটা এনে দাও তো!

আগন্তুক: সেটা আনা যাবে না, তবে সেরকম একটা আনতে পারি।

কাচ্চু: তাই-ই আনো।

[আগন্তুক আবার ঠোঙায় হাত ঢোকায়, এবং একটা বাঁধানো বই বের করে আনে]

কাচ্চু: (অবাক হয়ে) আশ্চর্য!

আগন্তুক: থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি তা হলে কনভিন্সড হয়েছেন?

কাচ্চু: আমি হাত ঢোকালে হবে?

আগন্তুক: হবে, তবে হাতটাকে আগে পিওরিফাইড এবং ক্লাইমেটাইজড করে নিতে হবে।

কাচ্চু: সে আবার কীরকমভাবে করে?

বিবি: সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে?

আগন্তুক: না, না, না, ওসব পুরনো ব্যাপার, ওসবের চল উঠে গেছে। আপনি হাত দুটো লম্বা করে ধরুন, আমি ওই স্ক্যানার বিমার দিয়ে রেকটিফাই করে দিচ্ছি। (আগন্তুক কাচ্চুর কাছ থেকে ওই টর্চটা নিতে হাত বাড়ায়। কাচ্চু সেটা দিতে একটু ইতস্তত করে। তারপর কী একটা ভেবে দিয়ে দেয়)

আগন্তুক: থ্যাঙ্ক ইউ গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুর্দা। আপনি আমায় বিশ্বাস করেছেন দেখে 'অনার্ড ফিল' করছি। আপনি হাত দুটো লম্বা করে রাখুন। আমি চট করে কাজ সেরে নিচ্ছি। (কাচ্চু হাত দুটো লম্বা করে ধরে। আগন্তুক টর্চ জ্বেলে হাতে আলো ফেলে। হাত দুটো সঙ্গে-সঙ্গেই কেঁপে ওঠে। কাচ্চু অবাক হয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখছে। হাত দুটো কাঁপছে তো কাঁপছেই)

কাচ্চু: এত কাঁপছে কেন হাত দুটো? যেন আমার কন্ট্রোলে নেই, একদম হালকা হয়ে যাচ্ছে! এ কী! আবার ভারী হয়ে যাচ্ছে!

আগন্তুক: এরকম দু-একবার হবে, আর তারপর পিওরিফাইড-ক্লাইমেটাইজড হয়ে যাবে। ওই হাতে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় কোনও ম্যাল-ফাংশনিং হবে না। ওই হাত দিয়ে যা করবেন সব হবে কারেক্ট। ছবি আঁকতে পারবেন, তবলা বাজাতে পারবেন, গল্প লিখতে পারবেন, একটাও স্পেলিং মিসটেক হবে না।

কাচ্চু: এখন ফুটোগ্রাফে হাত ঢোকাতে পারি?

আগন্তুক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারেন। আগে ভেবে নিন কী চান। তারপর হাত ঢোকান। তবে হ্যাঁ, বেআইনি কিছু চাইবেন না। তা হলে ফুটোগ্রাফটা নষ্ট হয়ে যাবে। (কাচ্চুর কাছে বিবি ঘেঁষে আসে)

বিবি: কী চাইবি রে দাদা?

কাচ্চু: ভাবছি কী চাওয়া যায়! পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার চাইতাম; কিন্তু সেটা বেআইনি হয়ে যাবে।

আগন্তুক: হেঃ হেঃ, সেটা ঠিক নয়, করতে গেলে সার্কিট-ব্রেকার আছে, ওটা সেল্‌ফ ডেস্ট্রাক্ট মোডে সুইসাইড করবে।

বিবি: তোমার ফুটো মেশিন সুইসাইড করবে?

আগন্তুক: হ্যাঁ, ওভাবেই ওটা তৈরি করা। শুধু ওটা নয়, আমাদের প্রায় সবকিছুই ওভাবে প্রোগ্রাম করা। চুরি-প্রুফ বাড়ি, হাইজ্যাক-প্রুফ রকেট, ছিনতাই-প্রুফ রাস্তা। মিথ্যেকথা-প্রুফ পলিটিক্যাল লেকচার, সবকিছুতেই মাস্টার কম্পিউটারের সুইসাইড মোডে ফিট করা আছে। আইন ভাঙতে চাইলেই মেশিন গড়বড় করবে। বাড়িতে কেউ চুরি করতে ঢুকলে রেকটিফায়ার অন হয়ে যায়। মানুষের মোটিভ ফ্রিকোয়েন্সিকে বুঝে সেটা 'অন' 'অফ' হয়। অন হলে সেটা থেকে একটা করুণ সুরে মিউজিক বেরোবে, সবাই বুঝতে পারবে লোকটার মাথায় গোলমাল আছে, ও চুরি করতে চাইছে...। ছিনতাই-প্রুফ রাস্তা তো আরও ভাল। কেউ ছিনতাই করতে চাইলেই সামনের ল্যাম্প পোস্ট বেঁকে স্টার্নিং বিম এসে তার নার্ভকে স্তব্ধ ক'রে দেবে। সমস্ত টেলিভিশনে সঙ্গে-সঙ্গে তার ছবি দেখা যাবে। কী লজ্জা, কী লজ্জা। ওভাবেই তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

কাচ্চু: আর ওই মিথ্যেকথা-প্রুফ পলিটিক্যাল লেকচার?

আগন্তুক: ওটা ছিল সবচেয়ে বড় প্রবলেম। জিন-এর ভেতর ঢুকে গেছে। যেন ওটা থার্ড ইনস্টিংক্ট। কিছুতেই সামলোনো যাচ্ছিল না। এর বিরুদ্ধে যখনই বৈজ্ঞানিকরা কিছু কবতে যান তখনই পলিটিশিয়ানরা ভোটে হারিয়ে ওই বিল পাস করতে দেন না। আটকে দেন।

কাচ্চু: তারপর?

আগন্তুক: তাবপর যা হয় তাই। বিরুদ্ধ পার্টির বিরুদ্ধ পার্টি যখন একবার দেড় ঘণ্টার জন্য পাওয়ারে এল, তখন যাওয়ার আগে ওই বিল পাস করিয়ে দিয়ে যায়। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে মেশিন চালু।

কাচ্চু: তারপর?

আগন্তুক: হুঁ হুঁ বাবা, এখন আর তাঁরা মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। মিথ্যে বললেই অ্যান্টি সাউন্ড এসে তাঁর গলার আওয়াজকে নিউট্রালাইজ করে দেয়। একদম বোবার মতো চুপ হয়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে গলা চুলকোতে শুরু করবে। চুলকোতে-চুলকোতে পাগল হয়ে যাবেন, তবুও কমবে না। সকলে তখন তাঁকে দেখে হাসাহাসি করে। ওটাই ওঁর শাস্তি। পাবলিক যতই ক্ষমা করবে ততই তাঁর চুলকুনি কমবে।

বিবি: কী মজা! দারুণ তো!

কাচ্চু: সে না হয় হল। কিন্তু ফুটোগ্রাফ থেকে কী নেওয়া যায় বল তো? একটু আজব হতে হবে।

বিবি: মাস্টারমশাইয়ের চশমা।

কাচ্চু· ঠিক বলেছিস, মাস্টারমশাইয়ের চশমাটা চাই।

আগন্তুক: সে চশমাটাই পাবেন না ... ওর একটা রেপ্লিকা পাবেন। ঠিক তেমনই দেখতে।

[কাচ্চু ওই ঠোঙায় হাত ঢোকায়, হাত বের করে আনে...ও মা! ওর হাতে একটা চশমা!]

বিবি: কী মজা, কী মজা! আমি একটা পুতুল চাই। আমি নিজে হাতে বের করব।

[আগন্তুকের দিকে বিবি দু'হাত বাড়িয়ে দেয়। আগন্তুক টর্চ জ্বেলে ওর হাত দুটো পিউরিফাই করে দেয়। বিবির হাত কাঁপতে থাকে। একটু পরে ঠিক হয়। বিবি ঠোঙায় হাত ঢোকায় এবং একটা সুন্দর বড় সাইজের পুতুল বের করে আনে । আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

এমন সময় খাটের ওপাশ থেকে সেই চাদর-চাপা যন্ত্রযানের ভেতর থেকে বেশ জোরে জোরে পিং কিং-পিং কিং আওয়াজ হতে থাকে, যেন একটা অ্যালার্ম বেল বাজছে। আগন্তুক কেমন চনমনে হয়ে ওঠে। হাতঘড়ি দেখে]

আগন্তুক: ইস, সময় হয়ে গেছে, আমায় ফিরে যেতে হবে। আমার জন্য সার্কিট জ্যাম হচ্ছে।

কাচ্চু: তার মানে?

আগন্তুক: আমার তো এখানে আসবার কথা নয়। কিন্তু এসে গেছি। এতে ইতিহাসের পাতায় কারেকশনের প্রয়োজন হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত তেমন মেজর চেঞ্জ হয়নি

কিন্তু আর বেশি থাকলে করতেই হবে। সেজন্য অ্যালার্ম বাজছে..., আমি যাচ্ছি।

[আগন্তুক তার মেশিনের দিকে দৌড়ে যায়]

বিবি: টুইং, তোমার ফুটোগ্রাফটা ফেলে যাচ্ছ, ওটা নেবে না?

আগন্তুক: থ্যাঙ্ক ইউ গ্রেট গ্র্যান্ডঠাম্মা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

[দৌড়ে গিয়ে সে টেবিলের ওপর থেকে ঠোঙাটা তুলে নেয়। যাওয়ার সময় বিবিকে প্রণাম করতে যায়। বিবি পিছিয়ে যায় তারপর হ্যান্ডশেক করে। কাচ্চু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আগন্তুক তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ায়। একটু পরে আগন্তুক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গুটিগুটি তার যন্ত্রযানের দিকে এগোতে থাকে। চাদর তুলে ভেতরে ঢুকে হাতের টর্চ অর্থাৎ রেক্টিফায়ারটা কাচ্চু-বিবির দিকে তাক করে]

আগন্তুক: বাই বাই গ্রেট গ্র্যান্ডঠাকুর্দা-ঠাম্মা। যাওয়ার আগে আপনাদের রেক্টিফাই করে দিয়ে যাচ্ছি।

কাচ্চু: (সচকিতে হয়ে) কেন?

আগন্তুক: আমার এখানে আসার কথা নয়। আমার কথা মনে থাকাও ঠিক নয়। আমি আপনাদের স্মৃতি থেকে আমার কথাটাও মুছে দিয়ে যাচ্ছি।

বিবি: সে কী? টুইং, তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু...

কাচ্চু: ভুলিয়ে দিয়ে যেয়ো না। তোমার কথা অন্তত মনে ধরে রাখতে চাই।

টুইং: মনে স্থান পাওয়াটাও একটা অবস্থিতি। আমাকে তাও করা চলবে না।

বিবি: প্লিজ, না।

টুইং: ঠিক আছে, আমি মনে থাকব অথচ থাকব না। তোমরা বুঝবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না।

[এমন সময় সেই যন্ত্রযান থেকে আবার পিং কিং অ্যালার্ম বেজে ওঠে। আগন্তুক অর্থাৎ টুইং আবার সচকিত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে পিছিয়ে-পিছিয়ে সে যন্ত্রযানের ভেতর


কিন্তু আমরা সবাই মিলে
একই স্বপ্ন দেখলাম
কেন? টুইং
এসেছিল, ও আছে,
থাকবে!

ঢোকে, যাওয়ার সময় টর্চটা জ্বালায়, বিবি কাচ্চুর দিকে ফোকাস করে, ফেজ পুরো অন্ধকার হয়ে যায়। একেবারে ঘুটঘুটি অন্ধকার। একটু পরে দূরে একটা মোরগ ডাকে। বোঝা যায় ভোর হয়েছে। স্টেজে আলো হয়, দেখা যায় বিছানার ওপর কাচ্চু, বিবি শুয়ে আছে। ঠাকুমা তখনও মেঝেতে। কেষ্টাদার প্রবেশ]

কেষ্টাদা: অ্যাই, অ্যাই, এ কী, এখনও সবাই ঘুমোচ্ছে? সকাল সাতটা বেজে গেছে। আরে ঠাকুমা! কী হল! মেঝেতে খুন্তি হাতে শুয়ে আছেন।

[ঠাকুমা উঠেই হাই তোলেন। হাতের খুন্তি দেখে চমকে যান]

ঠাকুমাঃ দুর্গা, দুর্গা, এ মা গো, কী ঘুমই না ঘুমিয়েছি! স্বপ্ন দেখছিলাম কাচ্চু, বিবির ঘরে চোর এসেছে, তাই খুন্তি নিয়েই ছুটে এসেছিলাম। বাবাঃ, চোর না ছাই। ঘুমের পরশে মেঝেতেই শুয়ে পড়েছি। কাচ্চু, বিবি, ওঠো-ওঠো, যাও, হাত-মুখ ধোও। বাথরুমে যাও।

[কাচ্চু-বিবি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কাচ্চু উঠে দাঁড়ায়]

কাচ্চু: বিবি, সবকিছু স্বপ্ন নাকি রে...

বিবি: ঠিক বুঝছি না, হয়তো স্বপ্ন।

কাচ্চু: তুই, আমি , ঠাকুমা সবাই মিলে তা হলে একই স্বপ্ন দেখলাম কেন?

বিবি: দাদা, আমার কেমন যেন লাগছে, স্বপ্ন নয়---সত্যি!

কাচ্চু: দেখি তো, পুতুল, বই, ফুল ওগুলো আছে কিনা!

[টেবিলের ওদিকে গিয়ে দু'জনে তন্নতন্ন করে খোঁজে , কিন্তু কিছু নেই]

কাচ্চু: রেক্টিফাইড, ইতিহাসকে টুইং এলোমেলো হতে দেয়নি, সবকিছুই আবার ডি-মেটেরিয়ালাইজড় হয়ে গেছে।

ঠাকুমা: কী হিজিবিজি বকছিস তোরা! দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বল। মুখ ধুতে যা।

বিবি: পুতুলটা খুব সুন্দর ছিল। টুইংও খুব ভাল।

কাচ্চু: ও বলেই তো গেল, আমি মনে থাকব অথচ থাকব না। তোমরা বুঝতে পারবে,

কিন্তু প্রমাণ পাবে না।

বিবি: সত্যিই কোনও প্রমাণ নেই, সবই স্বপ্ন মনে হচ্ছে।

কাচ্চু: কিন্তু আমরা সবাই মিলে একই স্বপ্ন দেখলাম কেন? সেটা কী করে হয়? এটা মোটেই স্বপ্ন নয়। টুইং এসেছিল, ও আছে, থাকবেও...

ঠাকুমা: কী, পাগল হলি নাকি তোরা? কে টুইং? কার কথা বলছিস?

কাচ্চু: তুমি কি আর তাকে চিনবে? সে তোমার নাতির, নাতির, নাতির, নাতির, নাতির নাতি।

কেষ্টাদা: নাতির, নাতির, নাতির, নাতির, নাতির নাতি? সে কী?

ঠাকুমা: (মাথা থাবড়ে) বিগড়েছে, এদের সব্বার মাথা বিগড়েছে, এইজন্য বলি রাত জেগে বেশি পড়িস না। এখন হয়েছে তো সর্বনাশ, ভাই-বোন দু'জনে মিলে টুইং টুইং করছে। চলো, চলো—মুখ ধোবে চলো। (ভাই-বোনকে ধাক্কাতে-ধাক্কাতে ভেতরে নিয়ে যান)

কেষ্টাদা: (পাবলিকের দিকে তাকিয়ে) সব মাথাখারাপের দল। পাগল, আপনারাই বলুন আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব পাগল কিনা, বেশি লেখাপড়া করবে আর নাতির, নাতির, নাতিব স্বপ্ন দেখে বেড়াবে। ইচ্ছে করে এই বইগুলোকে দিই ছুড়ে ফেলে।

[বলে মুষ্টি দেখায়, মঞ্চ অন্ধকার হয়]

।। যবনিকা।।

ড্রামাজিকের ড্রামা অংশটা তো বুঝলে। এবার ম্যাজিকের অংশটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ম্যাজিকের কৌশলগুলো বুঝে ঠিকমতো বানিয়ে, অভ্যাস করে দেখিয়ো। দেখবে সকলেই খুব তারিফ করছেন। নাটকে যত মজা, জাদু-নাটকে তার চেয়ে একশো গুণ বেশি মজা। প্রথম ম্যাজিক বা চমক:

হাওয়া-চলাচল এবং বন্ধ হওয়া

বুঝতেই পারছ এটা বড় সাইজের দু'খানা এয়ার সার্কুলেটর-এর কাজ। ঠিক সময়মতো অন-অফ করলে ঝড়ের মতো হাওয়া বইবে। টেবিলের ওপরে কিছু আলগা কাগজ রেখে দিতে হবে। ম্যানিফোল্ড পেপার হলে ভাল হয়। সুন্দর উড়বে। তা ছাড়া ওই বড় স্ট্যান্ড ফ্যান বা এয়ার সার্কুলেটরের সামনে কাগজ ছেড়ে দিলে জোরে উড়িয়ে মঞ্চের এপাশ-ওপাশ নিয়ে যাবে।

হাওয়ার বিরুদ্ধে কষ্ট করে হাঁটা হচ্ছে অভিনয়ের ব্যাপার। আগে থেকে ঠিক করা থাকবে কখন হাওয়া বন্ধ হবে। ঠিক তখনই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে।

চাদর-চাপা যন্ত্রযান

এটাকে প্রফেশনালি খুবই সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়। ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সবচেয়ে সহজে তৈরি করতে গেলে আমি যে পদ্ধতিটা তোমাদের অবলম্বন করতে বলব, তা হল 'কোঁচকানো ঝুড়ি পদ্ধতি'। এই কোঁচকানো ঝুড়ি মাটিতে পড়ে থাকলে কুঁচকে থালার মতো ফ্ল্যাট হয়ে থাকবে, কিন্তু উঁচু করলে ঝুড়ির আকৃতি নেবে। এটা তৈরি করা খুব একটা কঠিন নয়।

তিন ফুট ব্যাসের দুটো রিং তৈরি করো। 'গ্যালভানাইজ্‌ড আর্থ'-এর তার বা সরু কঞ্চি হলেও চলবে। তারপর আর কয়েকটা ছোট রিং তৈরি করতে হবে। সেগুলোর ব্যাস হবে দু' ফুট দশ ইঞ্চি, দু' ফুট আট ইঞ্চি, দু' ফুট ছ'ইঞ্চি দু' ফুট, দেড়ফুট, এক ফুট ছ' ইঞ্চি মাপের।

এবারে রিংগুলোকে একের পর এক নরম সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলো। পরিধির সঙ্গে পরিধিকে বাঁধতে হবে এক-দেড় ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে। এভাবে একের পর এক রিংকে বেঁধে মাঝখানে ছ'ইঞ্চি সাইজের রিংটা ধরে উঁচু করলে দেখবে ওলটানো ঝুড়ির মতো আকৃতি নিচ্ছে। কিন্তু মাটিতে রেখে দিলে চ্যাপটা থালার মতো হয়ে যাচ্ছে।

ওই ঝুড়িতে চাদর-চাপা দিয়ে দড়ি দিয়ে টেনে তুললে মনে হবে মাটি ফুঁড়ে একটা বড় কিছু উঠছে। এটা আগে থেকেই উইংসের কাছে মাটিতে ফেলা থাকবে। হাওয়া স্তব্ধ হলে ওপর থেকে টেনে তুলতে হবে। নাইলনের সুতো হলে তা আর চট করে

দেখা যাবে না। উঁচু হবার পর আগন্তুক বা টুইংকে চাদর উঁচু করে ভেতরে ঢুকতে হবে।

ফুটোগ্রাফ

এর জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন। মোটা কাগজের তৈরি একটা ঠোঙা নিয়ে তার তলায় একটা 'দরজা' তৈরি করো। সেটা যেন দর্শকেরা বুঝতে না পারেন। টেবিলের ওপরেও একটা গোপন দরজা ছিল। ঠোঙাটা সেই দরজার ওপরে বসিয়ে রাখতে হবে। টেবিলের ওই গর্তে আগের থেকেই ফুল, বই, চশমা, পুতুল রাখা ছিল। ঠোঙায় হাত ঢোকাবার সময় ওই দরজা খুলে একে-একে সঠিক জিনিসপত্র বের করলেই হল! শুধু এই পদ্ধতিই বা কেন, মাথা খাটিয়ে তোমরাও নতুন কৌশল বের করো। এ তো আর মন্ত্রের কারসাজি নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল। আড়াল থেকে জিনিসপত্র টেনে বের করে যেন 'হঠাৎ এসে গেছে' এমন অভিনয় করা। আমি জানি, সেই কৌশল এবং অভিনয় তোমরা সঠিকভাবেই উপস্থাপন করতে পারবে।

ঝাঁকড়াবাবা

চরিত্র:

কাচ্চু: আমাদের গল্পের নায়ক। ক্লাস টেন-এর ছাত্র। এবার মাধ্যমিক দেবে। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। চটপটে, সুদর্শন।

বিবি: কাচ্চুর বোন। খুব চালাক। ক্লাস সিক্সে পড়ে।

ঠাকুমা: রোগা-পাতলা বৃদ্ধা। কাচ্চু-বিবিকে খুবই ভালবাসেন।

ঝাঁকড়াবাবা: এক ধান্দাবাজ গুরু। বয়স বিয়াল্লিশ। রোগা-পাতলা। রং ময়লা। গায়ে লাল রঙের আলখাল্লা। মাথায় ঝাঁকড়াচুল—ওটা আসলে পরচুলা। ওঁর নিজের চুল কম।

গুরুপদ দাস: এ হচ্ছে ঝাঁকড়াবাবার আসল চেলা এবং উপদেষ্টা। মহা ধান্দাবাজ লোক। টাকাপয়সা ইত্যাদি এ-ই কন্ট্রোল করে। সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা, গায়ে সাদা ফতুয়া। গলায় রুদ্রাক্ষ। কাঁধে ঝোলা।

ভক্তিবিলাস দাস: ঝাঁকড়াবাবার আর এক চেলা। গুরুপদর মতোই পোশাক এবং ঝোলা।

পতিতপাবন দাস: গুরুর পেছনে চামর দোলাবার লোক। ভীষণ ভীতু।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাদাসী: গুরুর মহিলা চেলা। প্রচণ্ড সুবিধেবাদী। সবসময় গুরুর ভজন গাইছে—হাতে খঞ্জনি।

বাবা শ্রীরাধোবাবা: আসলে কাচ্চুর মাস্টারমশাই, প্রাইভেট টিউটর। কুসংস্কারহীন পরিষ্কার মানুষ, ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছেন। সাদা আলখাল্লা পরা। কবিগুরুর মতো দাড়ি এবং পাকাচুল। বলা বাহুল্য, সেগুলো পরচুলা। হাতে লম্বা লাঠি।

কানাই, বলাই: স্থানীয় এক্সারসাইজ ক্লাবের পালোয়ান দুই সদস্য, রাধোবাবার দেহরক্ষী, চেলা হিসেবে এসেছে।

[কাচ্চু-বিবিদের বাড়ির বসার ঘর। ঘরের একপাশে একটা টেবিল, সামনে চেয়ার। টেবিলের ওপর বেশ কিছু বই-খাতা রয়েছে। কাচ্চু চেয়ারে বসেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বই গুছিয়ে ব্যাগে পোরে]

কাচ্চু: (চিৎকার করে) বিবি, অ্যাই বিবি...কিরে শুনতে পাচ্ছিস না নাকি?

[বিবির প্রবেশ]

বিবি: কী হলো? এত চেঁচামেচি করছিস কেন? তখন থেকে তো সাড়া দিচ্ছি!

কাচ্চু: কী করছিলি ভেতরে? তোর না হয় আজ ছুটি, আমার তো নয়। আমার পেনটা কই?

বিবি: ও ঘরে রয়েছে। ঠাকুমার সঙ্গে লিস্ট মেলাচ্ছিলাম।

কাচ্চু: কীসের লিস্ট আবার?

বিবি: কেন মনে নেই, ঠাকুমার গুরুজি আজ আসবেন... তাঁকে সম্মান জানাতে ফুল, মালা, মিষ্টি, গামছা, ধুতি ---কত কিছু লাগবে। সব কেনা হয়ে গেছে—ঠাকুমা এখন সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন।

কাচ্চু: হেঃ! সম্মান জানানোর ফর্দ। সত্যি ঠাকুমা পারেও। কোত্থেকে এক গুরু জুটিয়ে বসে আছে! বাবা-মা বাড়ি নেই, দিল্লি গেছেন, এই সুযোগে উনি ধর্মকর্ম সেরে নিচ্ছেন। সাক্ষাৎ নবরূপে নাকি নারায়ণ। ভক্তদের দর্শন দিতেই নাকি মর্ত্যে ল্যান্ড করেছেন। যত্তো সব!

বিবি: নামটাও কেমন বিদকুটে না রে? 'ঝাঁকড়াবাবা'।

কাচ্চু: (ব্যঙ্গ করে) ঝাঁকড়াবাবা তো নয়, ন্যাকড়াবাবা। সহজ সরল মানুষ দেখে পাকড়া বাবা। আর তারপর সময়মতো তার পকেটটা 'কুটুস' করে কাটো রে বাবা।

[নেপথ্য থেকে ঠাকুমার গলার আওয়াজ এবং প্রবেশ]

ঠাকুমা: অ্যাই বিবি, গেলি কই মা? আরে এখনও একটু কাজ বাকি, করে দিয়ে যা না মা। (কাচ্চুকে দেখে) এই তো লক্ষ্মী ছেলে, গুরু আসবেন জেনে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে রয়েছিস?

কাচ্চু: তোমার গুরুর নিকুচি করেছে। আমি স্কুলে যাচ্ছি।

ঠাকুমা: স্কুলে! সে কী! তোকে বলেছিলাম না আজ আমার গুরুদেব আসবেন।

কাচ্চু: ঠাকুমা, প্লিজ আমাকে স্কুলে যেতেই হবে। আজকে ক্লাস টেস্ট আছে। তোমার গুরুকে নিয়ে তুমি থাকো। আমায় পাস করতে হবে, আমি চললাম।

ঠাকুমা: তোদের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই? ক'জনের বাড়িতে যান গুরু? এ পাড়ায় শুধু আমাদের বাড়িতেই আসছেন। এ আমার অনেক জন্মের কপাল। গুরুর সেবা করলে পরীক্ষাতে পাস করে যাবিই যাবি।

কাচ্চু: নিকুচি করেছে গুরুদেবের। সেবা করে পাস! ও একটা ক্রিমিন্যাল। প্যাঁদানি দিলে টিট হয়ে যাবে।

ঠাকুমা: (কপাল থাপড়ে) ও মাগো, দিনে দিনে এ কী হলো গো...আমার নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে, নিজের নাতি কিনা আমারই গুরুকে অপমান করছে! (ওপরের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে) গুরু, গুরু, তুমি অন্তর্যামী...তুমি সবই শুনতে পাচ্ছ, আমি জানি...ওকে মাপ করে দাও...ও শিশু। (হঠাৎ ভাবান্তর হয়) কাচ্চু, দাদা, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস...তুই স্কুলে যা। হ্যাঁ, তুই দূরে-দূরেই থাক।

কাচ্চু: সেজন্যই তো যাচ্ছি। কাছে থাকাটা তোমার ওই ৪২০ গুরুর স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল হবে না। মারধোর খেয়ে যেতে পারে।

ঠাকুমা: অত কথা বলিস নে বাবা। যা স্কুলে যা। তাড়াতাড়ি যা।

কাচ্চু: চলি। (বিবির দিকে তাকিয়ে) ডিউটি ঠিকমতো দিবি...গুরুমশায়ের পা-টা ভাল করে টিপে দিস।

[বিবি হাসতে হাসতে কাচ্চুকে মারতে তেড়ে যায়। কাচ্চু পালায়]

ঠাকুমা: টিভি দেখে দেখে মাথাটা একদম বিগড়েছে। ঠাকুর দেবতায় ভক্তি নেই—মুখের লাগাম নেই। (বিবির দিকে তাকিয়ে) নে, ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখি।


ঝাঁকড়াবাবা তো নয়...
ফ্যাকড়াবাবা !!

[বিবি বই গুছিয়ে রাখে। ঠাকুমা একটা ঝাড়ন দিয়ে এদিক-ওদিক ঝাড়তে থাকেন। এমন সময় বাইরে থেকে কয়েকজনের গলার আওয়াজ—'বাবা কৃপাহি কেবলম্—বাবা কৃপাহি কেবলম্— গেরস্থের জয় হোক, মঙ্গল হোক।' ঠাকুমা চনমন করে ওঠেন। দৌড়ে উইংস-এর কাছে যান। গড় হঁয়ে প্রণাম করেন। উঠে দাঁড়াতেই ঝাঁকড়াবাবার দুই চেলা গুরুপদ এবং ভক্তিবিলাস-এর প্রবেশ]

গুরুপদ: এই যে মা ঠাকরোন। অসীম কপাল আপনার। ভক্তির টানে সশরীরে বাবা এসে গেছেন আপনার দোরগোড়ায়। যান, যান অভ্যর্থনা করুন। স্বাগত জানান।

ঠাকুমা: (আনন্দে দিশেহারা হয়ে) ওরে শোন সবাই, শোন, উনি এসে গেছেন। শাঁখ বাজা। গুরু আমার এসে গেছেন। এ তো মাটির ঘরে চাঁদ নেমে আসা। গুরুদেব, আসুন, আসুন, ভেতরে এসে আমাদের ধন্য করুন।

[চেলারা দু পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। গুরু প্রবেশ করেন। চোখ তাঁর এদিক-ওদিক ঘুরছে। ডান হাতটা তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গি, বাঁ হাতটা পাতা। পেছনে চেলা পতিতপাবন দাস চামর দোলাতে দোলাতে আসছে। তার পেছনে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাদাসী। সে আপনমনে খঞ্জনি বাজিয়ে চোখ আধবোজা অবস্থায় গুনগুন করে গুরুর নাম সংকীর্তন করে চলেছে। গুরু ঢুকলেন। এদিক-ওদিক দেখে ঠাকুমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই স্থির হয়ে যান। ঠাকুমা 'বাবা কৃপা কর' বলেই তাঁর পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করেন। গুরু প্রসন্ন মুখে মাথা নেড়ে প্রথমে ডান হাত দিয়ে, তারপর ডান পা তুলে ঠাকুমার মাথার কাছে এনে বিশেষ ভঙ্গিমায় আশীর্বাদ করেন। পাশ থেকে চেলারা সমস্বরে বলে ওঠে 'হরিবোল—গুরু কৃপাহি কেবলম্—জয় বাবা ঝাঁকড়ানাথের জয়।' ঠাকুমা প্রণাম সেরে উঠেই তাড়াতাড়ি করে বিবির ঘাড় ধরে বাবার পায়ের কাছে ঠেসে ধরেন। ঝাঁকড়াবাবা আবার প্রথমে ডান হাত আর তারপর ডান পা তুলে আশীর্বাদ করেন। চেলারা আবার বলে ওঠে, 'হরিবোল— গুরু কৃপাহি কেবলম্— জয় বাবা ঝাঁকড়ানাথ।' ঠাকুমা তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করে চৌকির ওপর বসান। ঝাঁকড়াবাবা জোড় আসন হয়ে বসেন। বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাদাসী তখন উঁচু গলায় গুরুর নাম সংকীর্তন শুরু করেন]

প্রিয়া: দুঃখ কষ্ট বেদনাভরা, আমাদের এই জীবনখানা—

তাহার মাঝে আশার আলো আমাব ঝাঁকড়াবাবা।

তিনি দৈবশক্তি—পুরোটা ভর্তি— দয়া-মায়ায় গড়া।

এমন দারুণ গুরু কোথাও পাবে নাকো তুমি—

সকল গুরুর চেয়েও বড় আমার ঝাঁকড়াবাবা!

সে যে আমার ঝাঁকড়াবাবা!— সে যে আমার ঝাঁকড়াবাবা!

[ইতিমধ্যে আশপাশের বাড়ির বিভিন্ন লোকজনও এসে জড়ো হয়েছেন। বেশির ভাগই মহিলা এবং তাঁদের হাতে সাজানো নানারকম ভেট। গানটা গেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাদাসী গুরুর পেছনে গিয়ে বসেন। পড়শিরা সবাই শতরঞ্চিতে বসেন। গান শেষ হতে সবাই সমবেত কণ্ঠে বলেন, 'হরিবোল, জয় বাবা ঝাঁকড়ানাথ']

ঠাকুমা: বাবা, আপনাকে কেন্দ্র করে মহোৎসব করবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু জায়গা নেই, সময়ও ছিল না, সেজন্য বেশি লোককে খবর দিতে পারিনি। আশপাশের বাড়ির কয়েকজনকেই শুধু বলেছি।

[ঝাঁকড়াবাবা কিছু বলেন না, শুধু মাথা নাড়েন আর তারপর প্রথম চেলা গুরুপদর কানে কানে কী যেন বলেন]

গুরুপদ: (ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে) মা ঠাকরোন, বড় উৎসব পরে হবে। প্রথম হিসেবে আয়োজন ঠিকই করেছেন। বাবা ভক্তদের পছন্দ করলেও বাজে লোক খুব একটা পছন্দ করেন না। (সব্বার দিকে চোখ বুলিয়ে) তা, মানুষজনকে দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে। এখন একে একে সবার সঙ্গে পরিচয় পর্বটা সেরে নেওয়া যাক। হ্যাঁ, কে কে বাবার বিশেষ আশীর্বাদ চান, একে একে আসুন।

ঠাকুমা: ওরে বিবি, চল, আমরা আমাদের প্রণামী নৈবেদ্যটা নিয়ে আসি।

[বিবি এবং ঠাকুমার প্রস্থান। একজন পড়শি তাঁর হাতের থালাটা নিয়ে গুরুর পায়ে ঠেকান। মাথা ঝোঁকান। গুরু হাত-পা তুলে আশীর্বাদ করেন]

পড়শি: আমার এই সামান্য পূজা গ্রহণ করো গুরু। দয়া করে গ্রহণ করো।

[ঝাঁকড়াবাবা নির্বিকার। চুপ করে বসে আছেন]

গুরুপদ: বাবা কখনও কোনও ভেট নিজে হাতে গ্রহণ করেন না। আপনার অন্তরের ভক্তি আমাদের কাছেই জমা দিন। ক্যাশ টাকা আমাকে। ধুতি কাপড়টা ওনাকে

(ভক্তিবিলাসকে দেখায়) আর ফলমূল, মিষ্টান্ন, ধূপকাঠি ইত্যাদি গামছায় বেঁধে ওই একপাশে রেখে দিন।

[পড়শি ওই নির্দেশ অনুযায়ী চেলাদের কাছে তাঁর ভক্তিপূর্ণ ভেট জমা দেন। ঝাঁকড়াবাবা একটু নড়ে বসে প্রথম চেলার কানে কানে কী যেন বলেন]

গুরুপদ: (বিজ্ঞের মতো) এ সবের কোনও প্রয়োজন ছিল না। পার্থিব বস্তুর প্রতি বাবার কোনও আকর্ষণ নেই। উনি ভক্তির ভক্ত। ভক্তিটাই আসল কথা। এ সব পার্থিব বস্তু দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আমি ব্যবহার করব। এটাই বাবার আদেশ। আসুন বাবার শ্রীচরণতলে বসে শুধু ভক্তিভরে মনের দুঃখের কথা বলুন। সব উজাড় করে দিন।

ভক্তিবিলাস: যে যত ভক্তিভরে পরিষ্কার মনে চাইবেন—বাবা প্রসন্ন হয়ে ততই দেবেন। ঘরে-বাইরে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, স্থলেজলে যেখানকারই হোক বা যে সমস্যাই হোক, বাবাকে খোলসা করে বলুন। বাবা আপনাকে মুক্তি পাইয়ে দেবেন। সমস্যার সমাধান করিয়ে দেবেন।

[সব্বাই সমস্বরে বললেন, 'হরিবোল—জয় বাবা ঝাঁকড়ানাথ']

পড়শি: (হাঁটু গেড়ে গুরুর সামনে বসে হাতজোড় করে) আমার স্বামীর প্রমোশন হচ্ছে না বাবা। একটা কিছু করো। ছেলেটা অঙ্কে কাঁচা—দুশো টাকা দিয়ে আলাদা মাস্টার রেখেছি— তাও ফেল করল আর তা ছাড়া আমি নিজে বড় কষ্ট পাচ্ছি। বড় কষ্ট বাবা—বড় কষ্ট, (কেঁদে) এত খাটাখাটুনি করেও আমি আমার শাশুড়ির মন পেলাম না। সকাল-বিকেল উঠতে-বসতে মুখনাড়া। আচ্ছা বাবা বলো, পাথুরে কয়লার আঁচ দিতে দেরি হয়— তো আমি কী করব?

গুরুপদ: ব্যোম ভোলা...মা জননী, আপনি একটু শান্ত হন, বাবা গভীর চিন্তায় মগ্ন। আপনার সমস্যার সমাধানই উনি করছেন।

[ঝাঁকড়াবাবা হঠাৎ তাঁর আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন চৌকিতে। নটরাজের ভঙ্গিতে পা তুলে নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন আর তারপর হাত দু'খানা খালি দেখিয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল নিজের মুখে ঢুকিয়ে কী যেন টেনে বের করে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটু পরে টেনে মাদুলি সমেত একটা গলার চেন বের করে আনলেন। সব্বাই হইহই

করে 'জয় বাবা ঝাঁকড়ানাথ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন]

ভক্তিবিলাস: এটা অতি শক্তিসম্পন্ন কবচপূর্ণ বাবাদুলি। মাদুলির চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সব্বাই বলো 'শ্রী শ্রী ঝাঁকড়ানাথ কী জয়!'

[সব্বাই চেঁচিয়ে জয়ধ্বনি দিলেন। ঝাঁকড়াবাবা সেই চেনটা কিছুক্ষণ হাতে ঝুলিয়ে পড়শি মহিলার হাতে দিলেন। পড়শি সেটা হাতে নিয়ে কপালে, চোখে ঠেকিয়ে ভক্তিভরে রেখে দেন। এমন সময় দু'থালায় মিষ্টি, ফল, নারকেল এবং কাপড় সমেত ঠাকুমার প্রবেশ। পেছনে গামছা আর ফুলের মালা হাতে বিবি]

ঠাকুমা: বাবার লীলা কি শুরু হয়ে গেছে? আ-হা-হা, আমারই দর্শন করা হল না! মায়াময় অবতার, কলিযুগের মধ্যাহ্নে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের যুগাবতার। অলৌকিক আরও কিছু করে দেখাও বাবা। দেখে দু'চোখ সার্থক করি।

[ঠাকুমা আর বিবি তাঁদের হাতের জিনিসপত্র চেলাদের হাতে তুলে দেন। ঝাঁকড়াবাবা গুরুপদর কানে কানে কিছু একটা বলেন এবং দু'হাত তুলে অভয়মুদ্রা করে বসে থাকেন]

গুরুপদ: মা ঠাকরোন, কপাল আপনার খু-ব ভাল। বাবা খুব-ই সুপ্রসন্ন হয়েছেন। আপনাকে প্রসাদ দিতে চাইছেন। এক গ্লাস জল দিন। বাবা খাবেন— খেয়ে প্রসাদ করে দেবেন।

ঠাকুমা: (চঞ্চল হয়ে উঠে) হ্যাঁ, বাবা, জল দিচ্ছি বাবা!

[ঠাকুমা নিজেই দৌড়ে ভেতরে চলে যান এবং একটু পরেই এক গ্লাস জল হাতে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে ঝাঁকড়াবাবা আবার চৌকিতে উঠে হাত বেঁকিয়ে নটরাজের পোজ নিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সবাই উত্তেজিত। ঠাকুমা জল এনে ভক্তিবিলাসকে দেন। ভক্তিবিলাস দেয় গুরুপদকে। গুরুপদ দেয় বাবাকে। বাবা সেই নটরাজের ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে আছেন। জলের গ্লাসটা বাঁ হাতে নিয়ে উঁচু করে কিছুক্ষণ ধরে রইলেন। সামান্য একটু জল খেলেন। তারপর আবার বাঁ হাত দিয়ে সেই গ্লাসটা উঁচু করে ডান হাত দিয়ে যেন মন্ত্র ঝাড়ছেন এমন ভাব করতে লাগলেন। একটু পরেই নাটকীয়ভাবে তাতে ফুঁ দিয়ে ঠাকুমাকে ইশারায় সেই জল খেতে বললেন। ঠাকুমা কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসটা ধরলেন]

গুরুপদ: একা একাই পুরোটা খাবেন না মাতা ঠাকরোন, সবাই মিলে ভাগ করে খান।

গুরুপ্রসাদ সর্বশিষ্যম্ ভাগাভাগিং কিছু কিছু। এ তো শাস্ত্রেরই বিধান।

[ঠাকুমা গদগদ হয়ে সেই জলের কিছুটা ডান হাতের চেটোয় ঢেলে চুমুক দিয়ে খেয়ে মাথায় হাত মুছলেন আর তারপর চমৎকৃত হয়ে বললেন]

ঠাকুমা : এ কী! এ কী লীলা বাবা! এ যে অমৃত! কী অদ্ভুত এর স্বাদ— মিষ্টি! দেখো দেখো, তোমরাও খেয়ে দেখো। (পড়শিদের হাতে ঢেলে দেন—তাঁরাও হুড়োহুড়ি করে প্রসাদ নিতে আসেন। তাঁরাও খান—এবং অবাক হয়ে দেখেন সেই জল মিষ্টি হয়ে গেছে! ইত্যবসরে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাদাসী দাঁড়িয়ে উঠে আবার ওই আগের সুরেই গান ধরেছে)

বিষ্ণুপ্রিয়া: এমন গুরু কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

কলিযুগের শেষ অবতার—লেটেস্ট ঋষিমুনি।

(ভাবলে) কি না পারেন উনি!

(চাইলে) কি না করেন উনি!

মিষ্টি জলের বৃষ্টি আনেন, মাদুলিপাহাড় সৃষ্টি করেন।

দুঃখকষ্ট রবার দিয়ে মুছতে পারেন ইনি।

তার কাছেতে সঁপি এ মন।

(তার) পা দুটোকে ধরি।

[এমন সময় নেপথ্য থেকে বেশ কয়েকবার চিৎকার শোনা যায়—'শাট আপ! শাট আপ! ওরে মূর্খ চুপ কর—চুপ কর।' গান বন্ধ হয়ে যায়। সব্বাই থতমত খেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকান। চেলারা বাবার দিকে তাকায়। চামর দোলানো কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়। নেপথ্য থেকে চিৎকার করতে করতে কাচ্চুর প্রবেশ]

কাচ্চু: বাবাস্য বাবা, তস্য বাবা—সব বাবার আসলি বাবা—পিটুনি-ঠ্যাঙানি আর দণ্ডমুণ্ডের মালিক শ্রী শ্রীরাধোবাবা হা—জি—র।

ঠাকুমা: ওরে কাচ্চু, তুই এ কি হিজিবিজি বলছিস?



কাচ্চু: ঠাকুমা,আমি আর সেই বাচ্চা কাচ্চু নই। আসলি গুরু আমার গুরু শ্রীরাধোবাবা আমায় দীক্ষা দিয়েছেন। আমার জ্ঞানের আলো ফুটে গেছে— এখন ওই (ঝাঁকড়াবাবাকে দেখিয়ে) অন্ধকারের জীবটাকে বিদায় দেবার পালা। আমার গুরু এসেছেন ওই ভণ্ডটাকে শিক্ষা দিতে... (উইংস-এর দিকে তাকিয়ে) আসুন গুরু-স্যার, আসুন।

[প্রথমে কানাই আর বলাই দু'জন স্বাস্থ্যবান যুবকের প্রবেশ। তাদের জামার হাতার আস্তিন গোটানো। তাদের পেছনে সাদা আলখাল্লা পরিহিত, পাকাচুল দাড়িময়, হাতে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে মেঝে ঠুকতে ঠুকতে সটান পুরুষ প্রবেশ করেন। পেছনে দুজন মহিলা। তাদের হাতে হাতপাখা, ঝাঁটা এবং খুন্তি। সব্বাই বেশ দাপটের সঙ্গে ঘরে ঢোকেন। মাটিত বসা পড়শিরা ঘাবড়ে অন্যদিকে সরে যান। ঝাঁকড়াবাবা চঞ্চল হয়ে ওঠেন]

গুরুপদ: (চেঁচিয়ে) এ কী! এ কী অপমান? ঝাঁকড়াবাবাকে অপমান!) মাতা ঠাকরোন, ওদের বলুন চলে যেতে, নইলে আমরাই চলে যাব।

বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাদাসী : (দাঁড়িয়ে উঠে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো— এ কী অপমান!

ভক্তিবিলাস : চলুন গুরু মহারাজা, চলুন। আর শান্তি বিলিয়ে লাভ নেই। এরা কৃতকর্মের দাস। ভুগে মরুক।

[ঝাঁকড়াবাবা এদিক-ওদিক তাকিয়ে উঠে পড়েন — ঠাকুমা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন]

রাধোবাবা: (হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে) শাট আপ! আর ন্যাকামি করতে হবে না। কেউ নড়বে না এখান থেকে। ভয় দেখানো হচ্ছে!

[হুঙ্কার শুনে ঝাঁকড়াবাবা ধপ করে বসে পড়েন]

কাচ্চু: ঠাকুমা, আমরা কাউকে অপমান করতে আসিনি, তবে তোমাদের বোঝাতে এসেছি — ওদের ওই সবকিছু হচ্ছে বুজরুকি।

ঠাকুমা : কী বলছিস তুই বাবা। মাপ চা, এখনও উপায় আছে, মাপ চা। এদের চলে যেতে বল। এরা কারা?

কাচ্চু : চিনবে, চিনবে, সব্বাইকে ভাল করে চিনবে। আগে তোমার ঝাঁকড়াবাবাকে ভাল করে চিনে নাও— তারপর সব বুঝবে।

ভক্তিবিলাস : যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের চলে যাবার পথ করে দিন।

কাচ্চু : না, না, বাবা। অত সহজে না। বাঘবন্দি খেলায় ফেঁসে গেছে। বেরুবার পথ বন্ধ। আগে একটু আলাপটালাপ হোক। (বলেই কাচ্চু ঝাঁকড়াবাবার দিকে এগুতে থাকে। ঠাকুমা লাফিয়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ান)

ঠাকুমা: না, কাচ্চু। গুরুকে অপমান নয়, তার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল।

কাচ্চু: কী? কী বললে ঠাকুমা? তুমি মরে যাবে? তাহলে তো একজনকে আমি একদম খতম করে ফেলব।

গুরুপদ : বড্ড বাড় বেড়েছ হে ছোকরা। মস্তানি করছ? দেখবে— আমরা কী করতে পারি?

কাচ্চু : হ্যাঁ, দেখাও দেখি।

বিবি : (হঠাৎ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে) ওরে বাবারে, গেলাম গেলাম। মরে গেলাম। মেরে ফেলল আমায়। বাঁচাও, বাঁচাও।

[চিৎকার করতে করতে মাথায় হাত দিচ্ছে আর পেট চেপে ধরে লাফাচ্ছে। যেন খুব কষ্ট হচ্ছে ওর— আর তারপর সবাইকে ঘাবড়ে দিয়ে মাটিতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে]

ঠাকুমা : (বিবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে) এ কী! কী সব্বোনাশ হল? ঝাঁকড়াবাবা, তুমি ওর ওপর রাগ করলে কেন? ওকে মেরো না। ও নির্দোষ — নাবালিকা...

[গুরুপদ এবং ভক্তিবিলাস মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে]

গুরুপদ: এটা আমাদের বাবার কীর্তি নয়। নিশ্চয়ই ওই ঝগড়ুটে রাধোবাবার কারসাজি।

রাধোবাবা: অপকর্ম আমি করি না। আমি অপকারীকে পরাস্ত করি। (মেঝেতে ঠকাস করে লাঠিটা ঠুকে) এটা তোমার ওই ন্যাকড়াবাবার কীর্তি। এই যে ন্যাকড়াবাবা, ক্ষমতা থাকে তো সারিয়ে তোল দেখি।

গুরুপদ: বাবাকে অপমান করবেন না। ওনার নাম ন্যাকড়াবাবা নয়, ঝাঁকড়াবাবা।

ভক্তিবিলাস : আর তা ছাড়া ডাক্তারি করা ওনার কাজ নয়। উনি — ইয়ে মানে ...বাচ্চাটা

মাথা ঘুরে পড়ে গেছে— তোমাদের হই-হট্টগোলে ভিরমি খেয়েছে।

কাচ্চু: আমার বোন ভিরমি খাবার মেয়ে নয়। তোমরা কী সব করেছ— যাও সারাও। ওকে সুস্থ করে দাও — নইলে সব্বাইকে অ্যাইসা প্যাঁদানি দেওয়া হবে যে ঝাঁকড়াগিরি বেরিয়ে যাবে।

[কাচ্চুর ইশারায় কানাই আর বলাই হাত আরও গুটিয়ে কাচ্চুর দু'পাশে এসে দাঁড়ায়। গুরুপদ এবং ভক্তিবিলাস পিছিয়ে যায়। ঝাঁকড়াবাবার সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব মন্ত্রণা করে]

গুরুপদ : ওকে বিশ্রাম নিতে দাও। ঈশ্বরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাচ্চু: ও বাবা! এ যে ভূতের মুখে বামনাম! এতক্ষণ বলছিল ঝাঁকড়াবাবাই নাকি স্বয়ং ভগবান। সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এখন বুলি পাল্টাচ্ছে। কোনও কথা শুনব না। আমার বোনকে ঠিক করে দাও। এক্ষুনি

ঠাকুমা : ও বিবি! এ কী হলো তোর! দুটো কথা বল মা।

কাচ্চু : কি ঝাঁকড়াবাবা! এগিয়ে আসুন— ঠিক করে দিন — মুখ লুকোচ্ছেন কেন?

গুরুপদ : এ আপনাদের জুলুম। বাবার ওপর চাপ দিচ্ছেন কেন? বাবা এর মধ্যে নেই। ও নিজে নিজে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সারাতে হয় তো আপনাদের ওই বাবাকে বলুন না। দেখি ওনার কত ক্ষমতা!

[কাউকে আর বেশি কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে রাধোবাবা এগিয়ে এলেন। বিবির সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে সামনে টানটান করে ধরে বিড়বিড় করে কী সব বলতে থাকেন। অবাক ব্যাপার, বিবি চোখ মেলে আস্তে আস্তে উঠে বসে]

বিবি : (চোখ কচলে) কী হয়েছে আমার? তোমরা অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

[ঠাকুমা হাউমাউ করে বিবিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন]

গুরুপদ: পুরো ব্যাপারটাই আমাদেব অপমান করবার জন্য সাজানো। অ্যাকটিং। ভণ্ডামি! নকল কারবার—ছিঃ!

কাচ্চু: বাঃ! চোরের মন বোঁচকার দিকে। যেমন মানুষ তেমন চিন্তা। ঠিক আছে, আসলি কারবার কিছু দেখাও না। অলৌকিক একটা কিছু, যা আমাদের বাবা, রাধোবাবা পারেন না।

ঠাকুমা: এ তোরা কী আরম্ভ করেছিস? আমরা তো নিজের চোখে দেখলাম ঝাঁকড়াবাবা তাঁর শ্রীমুখ থেকে গলার চেন আর একটা বাবাদুলি বের করে দিলেন।

রাধোবাবা: কী বললেন? বাবাদুলি? সে আবার কী বস্তু? ও, বুঝতে পেরেছি মাদুলির চেয়ে বড় সাইজ 'বাবাদুলি'। বাঃ, বেশ নাম দিয়েছে তো। ভাল কথা। যদি ক্ষমতা থেকে থাকে তো এক্ষুনি আর একটা বের করে দেখাতে বলুন তো। বাবাদুলি, মাদুলি যাই হোক একটা কিছু।

কাচ্চু: তা না হলেও একটা ছেলেদুলি বা নাতিদুলি।

রাধোবাবা: তা উনি পারবেন না। কারণ ওটাকে ঝোলা থেকে বের করে মুখে পুরবার উনি চান্স পাচ্ছেন না। আমরা তাকিয়ে আছি।

ঠাকুমা : তখনও আমরা তাকিয়েছিলাম বাবা। উনি মুখে কিছু ঢোকাননি— সবাই দেখেছে। উনি শুধু বের করে আনলেন।

রাধোবাবা: তার মানে অনেক আগের থেকেই মুখে ঢোকানো ছিল।

বিবি: ঠিক বলেছ আংকেল। ওই বাবাটা না মুখ বন্ধ করে বসেছিল— একটা কথাও বলেনি।

ঠাকুমা : তুই চুপ কর। মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে এখন উলটোপালটা বকছিস।

কাচ্চু: ও ঠিকই বলছে ঠাকুমা, ওকে বলতে দাও।

ঠাকুমা: সে না হয় হল। কিন্তু ওই যে জলকে অমৃতরস বানানো, সেটা কী করে হল? আমি তো নিজে হাতে ও ঘরের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলাম, সেটা অমন অমৃতের মতো মিষ্টি হল কি করে? কেউ ছোঁয়নি। বাবা শুধু একটু খেয়ে প্রসাদ বানিয়ে দিলেন। আমরা সবাই দেখেছি।

[কাচ্চু রাধোবাবার দিকে তাকায়। রাধোবাবা হেসে ওঠেন]

রাধোবাবা: সবার অলক্ষ্যে ও মুখের ভেতর স্যাকারিন পুরে রেখেছিল। প্রসাদ বানিয়ে দেবার

সময় জল না খেয়ে মুখের থুতুটা জলে ফেলেছে, তা আবার আপনারা ভক্তিভরে চেটে খেয়েছেন।

[পড়শিরা এবং ঠাকুমা বিতৃষ্ণ মুখ করে ঝাঁকড়াবাবার দিকে তাকান। ঝাঁকড়াবাবা কুঁকড়ে ওঠেন। এমন সময় পেছন থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাদাসী বেগতিক দেখে উঠে দাঁড়ায়]

বিষ্ণুপ্রিয়া : আমি এসবের মধ্যে নেই। সাতে পাঁচে থাকি না বাবা। দুটো টাকার জন্যই তো ভজন গাওয়া। দরকার নেই অমন নড়বড়ে বাবার ভজন গেয়ে। আমি দলত্যাগ করলাম। এই পার্টি ছেড়ে ওই পার্টি। এখন থেকে আমি রাধোবাবার সেবাদাসী।

গুরুপদ : বেইমান। এতদিন খেয়ে পরে এখন বিপদের সময় দলত্যাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়া: বেশি কথা বলিসনি, বেশি গালাগালি দিলে সব্বার সামনেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। মনে আছে, কী বলেছিলি আমায়? তুই-ই নাকি আসল মালিক। ঝাঁকড়াটা নাকি বোকা! তোর বুদ্ধিতেই ও ওঠাবসা করে! তুই নাকি নতুন দল বানাবি— আশ্রম বানাবি। ছবি থেকে ছাই বেরুবে — ওটা নাকি ঘুঁটে পোড়ানো ছাই।

কাচ্চু: সেমসাইড গোল! যা বাব্বা। নাটক জমে গেছে।

গুরুপদ: (বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে) অ্যাই বদমাশ, চুপ কর। এক ঘুঁষি মেরে তোর নাক ভেঙে দেব।

বিষ্ণুপ্রিয়া : (উঠে দাঁড়িয়ে কোমর বেঁকিয়ে) উঃ, বীরপুরুষ। কত্তো মুরোদ তা জানা আছে।

[গুরুপদ তেড়ে যায়। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মারপিট লাগে। তাকে থামাতে ভক্তিবিলাসও এগিয়ে আসে— এবং দুজনের কাছেই মার খায়। গুরুপদ, ভক্তিবিলাসের মধ্যে মারপিট লাগে। চামরওয়ালা চৌকির তলায় লুকোতে যাচ্ছিল। বিবি ওর চুলের মুঠি ধরে বের করে আনে। একজন পড়শি তাকে মারতে শুরু করেন। পড়শিদের মধ্যেও দু'ভাগ হয়ে ঝগড়া শুরু হয়। ঠাকুমা একবার ঝাঁকড়া আর একবার রাধোবাবার কাছে হাত জোড় করে যাওয়া-আসা করেন। রাধোবাবার আদেশে কানাই ও বলাই ঝাঁকড়াবাবাকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে স্টেজের ফ্লোরে নামায়। ঝাঁকড়াবাবার এই পাকড়াও অবস্থা দেখে মারমুখো সব্বাই থমকে যান। লড়াই বন্ধ হয়ে যায়। রাধোবাবা এগিয়ে আসেন]

রাধোবাবা: কিগো পিসতুতো ভাই? কিছু বলার আছে? একটু ভাষণ দিন।

ঝাঁকড়াবাবা: (হাতজোড় করে) আম্মাকে ক্ষ-ক্ষ-ক্ষম্মা করে দ্দিন-- দ্দাদা। আমি নি-নি-নি-নিরদোষ।

কাচ্চু: আরে! এ তো দেখছি রাম তোতলা। সে জন্যই এ কথা বলে না— অন্যকে দিয়ে বলায়। আর কী কী রহস্য আছে তোমার বাবা? চুলে কিছু নেই তো?

রাধোবাবা: আছে। আরে সেটাই তো রগড়। এ হচ্ছে আধুনিক স্যামসন। ওর চুলেই যত শক্তি! (কাচ্চুর দিকে তাকিয়ে) ওর হাত দুটোকে চেপে ধরো— আমি রহস্যটা ফাঁস করছি।

[কাচ্চু এবং কানাই ঝাঁকড়াবাবার হাত চেপে ধরে। রাধোবাবা তখন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে মুখ করে ঝাঁকড়া চুলের দু'পাশ ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দেয়। ঝাঁকড়াবাবার মাথার পরচুলা খুলে যায়। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সে। হাত জোড় করে এর ওর সামনে মাফ চেয়ে বেড়ায়— আর তারপর একবার হঠাৎ সুযোগ পেয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে উইংস-এর দিকে দৌড়ে পালায়। পেছন পেছন সব্বাই ধর্ ধর্ বলে আওয়াজ তোলেন। ঝাঁকড়াবাবার দৌড় দেখে ওর চেলারা এবং ভক্তরা বাদে সবাই হেসে ওঠেন। সবাই দরজার দিকে মুখ করে আছেন। এই সুযোগে গুরুপদ এবং ভক্তিবিলাসও দৌড়ে পালায়। পতিতপাবন পালাতে গিয়ে ফেঁসে যায়। ও সঙ্গে সঙ্গে মুড পালটে নেয়]

পতিতপাবন : আমি শুধু হাওয়া দিই। ওরা হাওয়া খায় — হাওয়া হয়। এখন থেকে আমি আপনাদের সেবা করব। (বলেই রাধোবাবা ইত্যাদি যাকেই হাতের কাছে পায় হাওয়া দেয়)

ঠাকুমা : আমার সব গেল রে, সব গেল। সর্বনাশ হয়ে গেল। অনেক কষ্টে একটা বাবা জুটিয়ে ছিলাম সেটাও ভেজাল ছিল। (মাথা চাপড়ে বসে পড়ে)

বিষ্ণুপ্রিয়া: (এগিয়ে এসে বলে) ও মা ঠাকরোন! তোমার কি বাবার অভাব? একটা যাবে আর একটা আসবে। কত্তো বাবার সেবা করলাম এ জীবনে। তা তোমার কাছে তো একটা নতুন বাবা আছে— একেই পুজোআর্চা করো।

ঠাকুমা: [রাধোবাবার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে) হ্যাঁ, বাবা, তুমিই আমার বাবা, খাঁটি বাবা]

রাধোবাবা: (বাধা দিয়ে) আরে! আরে! এ কী করছেন ঠাকুমা! আমাকে প্রণাম করছেন

কেন? আমিই কোথায় আপনাকে প্রণাম করব— নাকি আপনি করছেন!

ঠাকুমা: তুমি আমায় প্রণাম করবে কেন বাবা? এ কী বলছ?

কাচ্চু : আরে ঠাকুমা! তুমি ওঁকে চিনতে পারছ না? উনি তো আমাদের মাস্টারমশাই। নকল গোঁফদাড়ি লাগিয়ে এসেছেন!

(রাধোবাবা দাড়ি গোঁফ, পরচুলা খুলে ফেলেন। মাস্টারমশাইয়ের সুপুরুষ চেহারা প্রকাশ পায়।)

ঠাকুমা : তা তোরা যে বললি রাধোবাবা!

মাস্টারমশাই : হ্যাঁ, রাধোবাবাই তো...। ওটা সংক্ষেপে বলা... আসল কথাটা হল রামধোলাই বাবা।

কাচ্চু: ইস্! ওই রামধোলাই দেওয়াটাই বাকি রয়ে গেল।

মাস্টারমশাই : হবে। আবার হবে। রামধোলাই দেবার সুযোগ তুমি ঠিক পাবে। তুমি তো শুধু একটা ঠাকুমার বাবাকে দেখেছ, (দর্শকদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) ওখানে কত বাড়িতে কত রকম ঝাঁকড়াবাবা রয়েছেন — ওঁদের দেখলেই চিনতে পারবে। ধোলাই দেবার যুগ এসে গেছে। প্রস্তুত হও।

ঠাকুমা : আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। যে বাবাই ধরি সেটাই নকল। সব নাকি নকল।

কাচ্চু: এই তো, এতক্ষণে বুঝেছ। সব নকল।

ঠাকুমা : তাই বলে কি ধর্মকর্ম সব বাতিল হবে?

কাচ্চু : ধর্ম বাতিল করতে তোমায় কে বলেছে? ডাইরেক্ট প্রার্থনা করো। দালাল, এজেন্ট, চামচা ধরার কোনও প্রয়োজন নেই। ওরা সব চোর।

[এমন সময় দর্শকদের পেছন থেকে আওয়াজ আসে-- বাবা কৃপাহি কেবলম্— বাবা কৃপাহি কেবলম্। সবাই তাকিয়ে দেখে গুরুপদ এবং ভক্তিবিলাস চেঁচিয়ে বাবার ফুল বিতরণ করছে দর্শকদের]

মাস্টারমশাই : ওই দেখো ওরা ফিরে এসেছে। বলেছিলাম না ওরা থাকবেই। চলো ওদের ধরি।

[মাস্টারমশাই, কাচ্চু, কানাই, বলাই, পতিতপাবন — সবাই ধর্ ধর্ বলে স্টেজ থেকে নেমে এসে গুরুপদ-ভক্তিবিলাসকে তাড়া করে। ওরা পালায়। স্টেজে রয়েছেন ঠাকুমা, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং পড়শিরা]

সবাই : (ওপর দিকে তাকিয়ে) 'হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের বাবাকে রক্ষা করো। বাঁচাও... বাঁচাও।'

।। যবনিকা পতন ।।